জান্নাত-জাহান্নাম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ জাহান্নাম কাফের ও মুশরিকদের স্থায়ী বাসস্থান

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

জাহান্নাম কাফের ও মুশরিকদের স্থায়ী বাসস্থান

জান্নাত যেমন মুমিনদের স্থায়ী বাসঘর, তেমনি জাহান্নামও কাফেরদের স্থায়ী আবাসস্থল। সেটাই তাদের বিশ্রামাগার; যদিও কোন বিশ্রাম তাদের নেই। সেটাই তাদের শয়নাগার; যদিও শয়নে কোন আরাম তাদের নেই। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ, জাহান্নাম হবে তাদের নিবাস। আর অনাচারীদের আবাসস্থল অতি নিকৃষ্ট! (আলে ইমরানঃ ১৫ ১)

أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ, এই লোকদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (ইউনুসঃ ৮)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তার নিকট হতে আগত সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? অবিশ্বাসীদের আশ্রয়স্থল কি জাহান্নামে নয়? (আনকাবুতঃ ৬৮)।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۚ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

অর্থাৎ, আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, এটাই তোমাদের চিরসঙ্গী। আর কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!' (হাদীদঃ ১৫)

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

অর্থাৎ, যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে অধিকতর পাপাচারে লিপ্ত করে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ শয়নাগার। (বাক্বারাহঃ ২০৬)

هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَا

অর্থাৎ, জাহান্নাম, সেখানে ওরা প্রবেশ করবে, সুতরাং কত নিকৃষ্ট সে শয়নাগার। (স্বাদঃ ৫৬)

فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

অর্থাৎ, এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস! (নিসাঃ ৯৭)

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

অর্থাৎ, আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়; যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে; কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত নিকৃষ্ট সেই (অগ্নির) আশ্রয়স্থল। (কাহ্‌ফঃ ২৯)।

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় তা আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে অতীব নিকৃষ্ট! (ফুরকানঃ ৬৬)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12224

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন